উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৫
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬

ঘাসফুল বার্তা

তৃণমূল পর্যায়ে ঘাসফুল এর আয়োজনে

সবার জন্য স্যানিটেশন শীর্ষক মত বিনিময় সভা

সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ বিষয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর মতামত জাতীয় পর্যায়ে প্রতিফলনের লক্ষে এক মতবিনিময় সভা গত ১০ অক্টোবর ২০০৬ তারিখ পটিয়া উপজেলার চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। **সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা** এবং বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জন্য **ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন এন্ড কলাবোরেটিভ কাউন্সিল বাংলাদেশ (WSSCC-B)** ও **স্ট্রিমস অব নলেজ** এর উদ্যোগে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল তৃণমূল পর্যায়ে এ কনসালটেন্সি সভার আয়োজন করে। এ কনসালটেন্সি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ নুরুচ্ছফা, চেয়ারম্যান ১নং চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন, পটিয়া উপজেলা, বিশেষ অতিথি ছিলেন মোশারফ হোসেন, উপ.সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পটিয়া উপজেলা, ডাঃ হেলাল উদ্দিন, মেডিকেল অফিসার, চরলক্ষ্যা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিএসকে এর ব্যবস্থাপক শংকর অধিকারী। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারী হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন চরলক্ষ্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মৃদুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মহিলা ইউ পি মেম্বার জাহানারা বেগম ও রেজিয়া সুলতানা, ইউ পি মেম্বার মো: ইউছুফ, মনু মিয়া সারাং, মোহাম্মদ আলী, আবু হামিদ, মোহাম্মদ ইদ্রিছ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী নারায়ন চন্দ্র দাশ, ভিডিপি সদস্য মোহাম্মদ আলম ও মোহম্মদ আলী, গ্রাম সরকার প্রতিনিধি জয়নাব বেগম, আবুল হোসেন, মোরশেদা বেগম, হালিমা বেগম, হাছিনা বেগম, শিক্ষিকা বিবি জুলেখা, গ্রামীণ ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক সুরথ কুমার চৌধুরী, বিটা প্রতিনিধি সন্তোষ বড়ুয়া ও দীপক কুমার, উন্নয়ন সংস্থা মমতা এর প্রতিনিধি মোঃ আবদুল করিম, ইউ পি সচিব প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং তৃণমূল প্রতিনিধি পেয়ার আহম্মদ, আইয়ুব আলী, রুহুল আমিন, মো:ইসমাইল উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভার শুরুতে আয়োজক সংস্থা ঘাসফুল এর কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার উদ্দেশ্য, কর্মসূচী বর্ণনা করে বলেন জনগণের স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সচল রাখতে স্যানিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম, এ বিষয়ে এলাকার সঠিক তথ্য পেতে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহনের আহবান জানান। **প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুচ্ছফা** তার বক্তব্যের শুরুতে ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান এবং তার ইউনিয়নে স্যানিটেশনের কি অবস্থা তা ব্যাখ্যা করেন। সবার জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষে সরকারের পাশাপাশি এই উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি বলেন আমরাও চাই এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন হউক, এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হতে সর্বাত্নক সহযোগিতা করা হবে। ডিএসকে এর ব্যবস্থাপক শংকর অধিকারী বলেন, ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারন করা হয়। তৃণমূল পর্যায় হতে স্যানিটেশনের বর্তমান অবস্থা বিভাগীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের লক্ষে আপনাদের এলাকার স্যানিটেশনের সমস্যা কি, কিভাবে সমাধান করা যায়, কারা এটা সমাধান করবে তা গ্রুপ ওয়ার্ক ও আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য আহবান জানাচ্ছি এবং আপনাদের উপস্থিতি দেখে আজকের আয়োজনকে সার্থক বলে মনে করছি। মেডিকেল অফিসার ডাঃ হেলাল উদ্দিন বলেন জনপদের সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও পরিবেশের

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বক্তব্য রাখছেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোশারফ হোসেন ও মঞ্চে উপবিষ্ট চেয়ারম্যান মোঃ নুরুচ্ছফা ও অন্যান্যরা

নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীন ব্যাংক

২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীন ব্যাংককে আমাদের অভিবাদন। ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতির উদ্ভাবক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর জন্ম ১৯৪০ সালে, তিনি আজ শুধু স্বদেশে নয়, বিশ্বে একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৭৬ সালে আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম হাটহাজারী উপজেলার জোবরা গ্রামে দরিদ্র নারী ও ভূমিহীনদের নিয়ে সামান্য পরিসরে শুরু করে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাকে দারিদ্র দূরীকরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত করেন। নোবেল শান্তি কমিটির ভাষ্য মতে সমাজে নিম্নস্তরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষে নেওয়া উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমাজের উন্নয়ন,

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন।)

বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ, বেগম রোকেয়া দিবস। ঘাসফুল এর উদ্যোগে বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন করা হয়। সংস্থার কর্মএলাকা বেপারীপাড়ায় ঘাসফুল পরিচালনাধীন এনএফপিই স্কুল সমূহের অভিভাবক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে উপস্থিত নারীদের অংশগ্রহনে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল এর প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া, ঘাসফুল এর শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যাবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা সহ শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় বক্তারা বলেন, বেগম রোকেয়া বাঙ্গালী নারী জাগরণের অগ্রদূত, তিনি যে অবরুদ্ধ পরিস্থিতিতে থেকে নারী শিক্ষা, নারী মুক্তি ও নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন তা সত্যিই অবিস্মরণীয় এবং অনুকরণীয়। তারা আরো বলেন, তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে নারী শিক্ষা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন সে জন্য আজ আমরা স্বাধীন ভাবে ঘরের বাইরে এসে কাজ করতে পারছি, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও এ অধিকার ভোগ করবে। সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন বেগম রোকেয়ার পথ ধরেই দেশের অন্যান্য নারী প্রতিনিধিরা আজ পরিবারের ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল রেখেছে। জাতীয় উন্নয়নেও নারীরা অবদান রেখে চলছে।

বেগম রোকেয়া স্মরণে বক্তব্য রাখছেন মেডিকেল অফিসার ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া

শিশু উৎসব

শিশুবান্ধব পরিবেশ বিকশিত জীবন, এই স্বপ্ন আমার হবেই পূরণ- এ বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে **সেভ দ্যা চিলড্রেন** সুইডেন- ডেনমার্ক এর সহযোগিতায় গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে উদ্দীপন, অন্তর, কোডেক, বিটা ও ঘাসফুল এর ১০০ জন শিশুদের অংশগ্রহনে পটিয়াস্থ বিসিডিসিতে দুদিন ব্যাপি এক শিশু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)। শিশুদের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি, যেখানে শিশুরা নির্যাতিত হবে না, উপভোগ করবে শৈশবকে এবং শিশুরা সৃজনশীলতার মাধ্যমে বিকশিত হবে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ শিশু উৎসব আয়োজন করা হয়। ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে পটিয়ার ইএসপিই স্কুলের ১৬ জন শিক্ষার্থী ও ১জন শিক্ষিকা এই শিশু উৎসবে অংশগ্রহন করে।

উৎসবে অংশগ্রহণকারী ঘাসফুলের শিশু ও অন্যান্যরা

এ উৎসবে আনন্দ পর্ব ছিল শিশুর পৃথিবী। এ পর্বে শিশুরা বড়দের তৈরী পৃথিবী সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। এরপর কনসানটেশন পর্বে শিশুবান্ধব পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থাপক আব্দুল্লাহ জাফর। সারাবেলা কাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, টক শো, জাদু প্রদর্শনী, মুখোমুখি, উৎসব বার্তা উপস্থাপন ও উপভোগের মাধ্যমে সকল শিশু এই উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

জাপানে অনুষ্ঠিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের ছবি প্রেরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মাছ ধরা, নদী পারাপার, গ্রাম বাংলার দৃশ্য এবং বাংলাদেশের নদী এই বিষয়গুলোর উপর ঘাসফুল এর শিশুদের অংকিত ছবি জাপানে অনুষ্ঠিতব্য ১৪ তম কানাগাওয়া বাইয়েনিয়্যাল আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০০৬ এ প্রেরণ করা হয়। ঘাসফুল এর পরিচর্চায় বেড়ে ওঠা তৃণমূল শিশু তানজিলা আমান, সাজ্জাদুল আলম মুন্ন, নাহিদা চৌধুরী, মোঃ আবু নাঈম পাঠান, হালিমা আক্তার, মেহেরাজ আল মাহমুদ সাকিব, তাহরিমা হাবিব, ফাতেমা ফারহিন আনোয়ার,শফিকুল ইসলাম ও স্বপ্না আক্তার। মোট ১০জন শিশু শিল্পী এই প্রতিযোগিতায় ছবি প্রেরণ করে যাদের বয়স ৪ থেকে ১৫ বৎসরের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল উন্মুক্ত। চট্টগ্রাম শিশু একাডেমীর মাধ্যমে জাপানে ছবি গুলি প্রেরণ করা হয়।

শিশু অধিকার সপ্তাহ -২০০৬ উপলক্ষে সৃজনশীল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শিশুর কথা শুনব মোরা, গড়ব শিশু হাসবে ধরা, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবারের ন্যায় এবারও ঘাসফুল এর উদ্যোগে শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৬ উদ্‌যাপন করা হয় । এরই অংশ হিসেবে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুল ও এডোলোসেন্ট সেন্টারসমূহে গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুদের মাঝে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনাব শেখ মোঃ সুলতানুল আলম সহকারী প্রধান শিক্ষক, আবেদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিযোগিতায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিশু কিশোরদের নিয়ে ৪ অক্টোবর কদমতলী এডোলোসেন্ট সেন্টারে ও ৫ অক্টোবর গোসাইলডাঙ্গা এডোলোসেন্ট সেন্টারে চূড়ান্তপর্ব ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের ১ম পর্বে ছিল ৩০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা এবং ২য় পর্বে ছিল ৪০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল আনন্দময় নিরাপদ কৈশোর। রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় এবং সান্ত্বনা পুরস্কারসহ মোট ১৩টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো যথাক্রমে কদমতলী এডোলেসেন্ট সেন্টারের : পারভীন আক্তার(১ম),মনি আক্তার(২য়),বিউটি আক্তার (৩য়) এবং গোসাইলডাঙ্গা এডোলেসেন্ট সেন্টারের : আরজু আক্তার(১ম),কামরুন নাহার(২য়),রানু আক্তার (৩য়) স্থান অধিকার করে। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলো যথাক্রমে কদমতলী এডোলেসেন্ট সেন্টারের : হালিমা আক্তার(১ম),আবজু আক্তার(২য়),দিপক দাশ (৩য়) এবং গোসাইলডাঙ্গা এডোলেসেন্ট সেন্টারের : পপি আক্তার(১ম),আবদুল মোনাফ জনি(২য়),শাহানাজ আক্তার (৩য়) এবং শিউলি আক্তার সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মহিলা কমিশনার বেহানা বেগম রানু। এ পুরস্কার বিতরণ শেষে তিনি কিশোর কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিশুরা তাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে ভবিষ্যতে তারা জাতীয় পর্যায়েও সুনাম অর্জন করতে পারবে। তিনি এই প্রতিযোগিতা আয়োজন ও শিশু কিশোরদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে ঘাসফুল স্কুল ও এডোলোসেন্ট সেন্টারের শিক্ষার্থীবৃন্দ, এলাকার গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, NFPE স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ এবং ঘাসফুল বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সৃজনশীল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিজয়ী ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী

সবার জন্য স্যানিটেশন ১ম পৃষ্ঠার পর

জন্য পরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ, এ ক্ষেত্রে সরকার ও অন্যান্য সকলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এরপর মোট ৩৫ জন অংশগ্রহণকারী দুইটি গ্রুপে ভাগ হয়ে এলাকার স্যানিটেশন সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায় এবং কারা সমাধান করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরী করে। যা তাৎক্ষনিক উপস্থাপন করা হয় এবং সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন এ পরিকল্পনায় কাজ করলে আমাদের এলাকায় শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা সম্ভব। গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন এর জলাবদ্ধতা, নিরাপদ পানির অভাব, আবর্জনা সমস্যা, কুলন্ত পায়খানা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, স্যানিটেশন বিষয়ে সঠিক তথ্যের অভাব ও জনগনের অজ্ঞতা ইত্যাদি সমস্যা তারা চিহ্নিত করে। এই সমস্যা সমাধানে অংশগ্রহণকারীরা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অজ্ঞ নারী ও পুরুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে খোলা পায়খানার ব্যবহার বন্ধ করা, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, নলকূপ স্থাপন, জরিপ করার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া এই সমস্যা সমাধানে তারা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যবৃন্দ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কর্মীর সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন। উন্নয়ন সংস্থা ডিএসকে এর সহযোগিতায় ঘাসফুল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তৃণমূল মতবিনিময় সভায় গ্রুপ ওয়ার্ক ও আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামত সমূহ বিভাগীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য এ সভার অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলীকে

বিভাগীয় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুল প্রতিনিধি মোঃ আলী

মনোনীত করা হয়। এই মতবিনিময় সভার সমাপনী বক্তব্য রাখেন উপ.সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোশারফ হোসেন, তিনি বলেন, যথাযথ স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে আমরা পরিবেশ, মাটি ও পানি দূষিত করছি। আমাদের প্রকৃতি, পশুপাখি, মাছ, শাকসবজি নিরাপদ থাকছে না। মানুষ প্রায় ৮০ ধরনের রোগের সম্মুখীন হচ্ছে এই স্যানিটেশনের কারণে, তাই এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে তৃণমূল মতবিনিময় সভা ১১ অক্টোবর ২০০৬ ইং তারিখ স্থানীয় জেলা পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাইফুদ্দিন আহম্মদ কাতেবি, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আবজু সাহবুদ্দিন, বেহানা বেগম রানু মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার, মোহাম্মদ হোসেন, কমিশনার ২৬ নং ওয়ার্ড প্রমুখ। বিভাগীয় পর্যায়ের এই তৃণমূল মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ডাঃ নিবালোক সিংহ, নির্বাহী পরিচালক, দুস্থ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডি এস কে) জাতীয় সমন্বয়ক ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন এন্ড কলাবোরেটিভ কাউন্সিল বাংলাদেশ (WSSCC-B),স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ শহীদুল ইসলাম, তৃণমূল মতবিনিময় সভার আলোকে খসড়া রিপোর্ট উপস্থাপন করেন মোঃ দুলাল হোসেন। এছাড়া মতবিনিময় সভার প্রাপ্ত তথ্য সমূহ উপস্থাপন করেন PSTC, ISDE, VERC, DSK,স্মরণ, মমতা এর প্রতিনিধি এবং ঘাসফুল এর প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী। তিনি চরলক্ষ্যা ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত তৃণমূল মতবিনিময় সভার স্যানিটেশন বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ এ সভায় উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে অজ্ঞ। সবাইকে মানসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় আনার লক্ষে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি। এছাড়া কোর গ্রুপ সদস্য PSTC ও NGO Forum প্রতিনিধি স্যানিটেশন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভা মুক্ত আলোচনা ও সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হয়।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬

সম্পাদকীয়

জাতীয় উন্নয়নে আমাদের ভূমিকা

গত বৎসরের অপূর্ণতাকে সামনে রেখে তীব্র এই শীতের কুয়াশার আবরণে আচ্ছাদিত লাখো মানুষের হৃদকম্পনে আবারও নতুন বছর এলো জীবনের নব বার্তা নিয়ে ধরনীর এ আঙ্গিনায়। ২০০৭ সালকে আমরা সাদরে বরণ করছি, সেই সাথে আমাদের সব সার্থকতা ও ব্যর্থতাকে স্মরণে রেখে ২০০৬ সালকে জানাচ্ছি বিদায়। সময়ের আবর্তে পরিবেশ আর জনপদের মানুষ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে আর্থসামাজিক সাফল্যে আরও একধাপ এগিয়েছে, এগিয়েছে প্রিয় জন্মভূমি, বাংলাদেশ।

বিশ্ব পরিসর থেকে নেয়া উদ্যোগ **মিলেনিয়াম ডেভেলাপমেন্ট গোল** কিংবা বাংলাদেশ সরকারের **দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র** এ সব লক্ষ্যকে অর্জন করতেই সরকার ও বেসরকারী সংস্থা সমূহের পাশাপাশি আমাদের এই উদ্যোগ। ঘাসফুল ২০০৬ সালে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রকল্পের আওতায় যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তাহলো তৃণমূল পর্যায়ে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মৌলিক অধিকার বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এনএফপিই এবং ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত ইএসপি এর মোট ৩৭ টি স্কুলে প্রায় ১১১০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়ালেখা করছে। ৫টি এডোলোসেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের নিয়ে সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা এবং ১৫০ জন দরিদ্র নারীকে নিয়ে ৬টি রিফেক্ট সার্কেল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে সর্বমোট ৪৯,৬১১ জন দরিদ্র নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও শিশুকে চিকিৎসা সেবা দেয় হয়। এ সময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ও রপ্তানীমুখী Compliance যুক্ত ৩৩টি গার্মেন্টসের মোট ২৫,৮৭৩ জন কর্মীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সহ ঘাসফুল অফিসে স্থায়ী ক্লিনিক, শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্যাটেলাইট-ক্লিনিক এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের দিয়ে গর্ভবতী, প্রসূতি মা, নিরাপদ প্রসব সেবা ও পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে। গভর্নেন্স বিভাগের মাধ্যমে ইস্যুভিত্তিক ক্যাম্পেইন আয়োজন, বৃক্ষরোপন কর্মসূচীর আওতায় ৩০০ নারিকেল চারা বিতরণ, নিরাপদ পানি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং আইনি সহায়তা বিষয়ে উঠান বৈঠক, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে স্বেচ্ছাসেবী ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য পরিচালিত লাইভলীহুড বিভাগের মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে মোট ২৩,৮৯২ জন নারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলিকে পরিকল্পিত ভাবে চালানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হয়। সবুজ প্রকল্পের আওতায় গ্রামের ১২০ জন দরিদ্র নারীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে শাক-সবজি উৎপাদনে বীজ, সার সহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। কিশোর কিশোরী প্রজনন স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬৫০ জন কিশোর কিশোরীকে জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে সংবেদনশীল করা হয়। GKNHRIB প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের আইন সহায়তা প্রদান ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করা, সালিশের মাধ্যমে গত বৎসর ৫২ টি বিরোধ মীমাংসা করা, আইন সহায়তার জন্য ব্লাস্ট অফিসে ৩৪টি বিরোধ রেফার করা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কর্মএলাকার মানুষ মানবাধিকার, ন্যায় বিচার ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে অনেকাংশে সচেতন হয়েছে। ২০০৭ সালেও ঘাসফুল এর উদ্যোগ চলমান থাকবে ,আরো বৃহৎ পরিসরে, বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে ঘিরে। সকল উন্নয়ন হোক জনমানুষের কল্যাণে। **শুভ নববর্ষ।**

নি ব ন্ধ

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ঘাসফুল

মোহাম্মদ আরিফ

উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়, সাথে সাথে সামাজিক দিকসমূহ যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, স্যানিটেশন, নারী সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদির অগ্রগতিই হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সংস্কৃতিক অবস্থানের উন্নয়ন এবং নাগরিক সমাজের সার্বিক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন সহ সচেতনতা বৃদ্ধিও সমাজ উন্নয়নের একটি শর্ত। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের শাসন হচ্ছে মৌলিক বিষয়। অথচ এ দেশের সাধারণ জনগণ আইন ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে অসচেতন, এখানে ন্যায় বিচার লাভের যে প্রক্রিয়া তা অত্যন্ত জটিল, আইনের আশ্রয় নেওয়াও দুরহ ব্যাপার। যদিও দেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মানুষের অধিকার সুরক্ষায় যে এতো আইন আছে গ্রামের সাধারণ জনগন সেটা জানে না, জানার আগ্রহ থাকলেও নেই কোনো সুযোগ। রাষ্ট্রীয় আইনকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা ও সমাজে প্রচলিত আইনী চর্চা সমুহকে গণসচেতনতার মাধ্যমে দুরীভূত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চার বৎসর ব্যাপী পটিয়া উপজেলার কোলাগাঁও এবং চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ১০টি গ্রামে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে এই দশটি গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরপেক্ষ বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা বৃদ্ধি ও বিচার চাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এডভোকেসী কার্যক্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন গুলো জানার ফলে পরিবার ও সমাজে নারী নির্যাতন এবং মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। স্কুল-কলেজে মানবাধিকার শিক্ষা সেশন পরিচালনার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রী ও ব্যবস্থাপনা কমিটি এ বিষয়ে সচেতন হয়েছে। আইন সহায়তার ক্ষেত্রে সমাজের নেতৃস্থানীয়দের নিয়ে গঠিত কমিটি সমুহকে সালিশ বিষয়ে প্রশিক্ষন দিয়ে আধুনিক ও জেন্ডার বান্ধব সালিশ করা, সালিশের ডকুমেন্টেশন করা, বাদী-বিবাদীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, সময়মতো ও কোন রকম খরচ ছাড়া বিরোধ মিমাংশা করার উদ্যোগ কার্যকর করা হয়। ফলে প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক এ সালিশ প্রক্রিয়া তৃণমূল মানুষের কাছে অনেক বেশী গ্রহনযোগ্য ও প্রশংসিত হয়েছে। এ ন্যায় বিচার লাভের প্রক্রিয়াকে সমাজের মানুষের অনুকুলে আনতে পরিবার ও কমিউনিটির মধ্যে জেন্ডার সম্পর্কিত যে সকল অধিকার লংঘিত হয় তা কমানোর জন্য নীতি নির্ধারণী জ্ঞান তৈরী, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ন্যায় বিচারগত আচরনকে প্রভাবিত করা, কমিউনিটি পর্যায়ে নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল কমিউনিটি পর্যায়ে এ GKNHRIB প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এই দশটি গ্রামে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত মানবাধিকার লংঘনের আটটি ইস্যু চিহ্নিত করে এগুলিকে বিভিন্ন টুলসের মাধ্যমে সমন্বয় করে এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। যেমন ভিডিও ম্যাগাজিন মধুমিলন, লাইভ নাটক মানুষের পালা, জলসা ও কবিগান এর আসর, ছায়াছবি ভ্রান্তি ও উঠান বৈঠক করে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন, এ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইনের ধারা, শাস্তি গুলি ও বিরাজমান মানবাধিকার পরিস্থিতিকে উক্ত টুলস গুলির মাধ্যমে কমিউনিটির বিভিন্ন স্থানে উপস্থাপন করা হয়। আবার বৃহৎ পরিসরে দশ গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন, স্কুল-কলেজ সহ সেবা প্রতিষ্ঠান সমুহের উপস্থিতিতে এক বর্ণাঢ্য মানবাধিকার মেলা আয়োজন করা হয়। এখানে এডভোকেসীর থিম সমুহ বিভিন্ন আঙ্গিকে সাজিয়ে দিনব্যাপী তা উপস্থাপন ও মুক্ত আলোচনা চলে যাতে সর্বসাধারণ এ বিষয়ে ধারণা লাভ করে এবং মানবাধিকার লংঘিত হলেই ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্র সমুহে যেতে পারে। এ সকল এডভোকেসী কার্যক্রমের মাধ্যমে সাধারন নারী পুরুষ কিশোর কিশোরী জেনেছে বিয়ে সম্পর্কিত কমপক্ষে ৫টি শর্ত পাত্র-পাত্রির বয়স, সম্মতি, স্বাক্ষী, দেনমোহর ও বিয়ে রেজিষ্ট্রেশন এবং বিচ্ছেদের নিয়ম-তালাক প্রদানকারী কর্তৃক অপর পক্ষকে নোটিশ প্রেরণ, নোটিশের কপি সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানকে প্রদান, চেয়ারম্যান উদ্যোগ না নিলে ৯০দিন পর তালাক কার্যকর হওয়া, স্বামী বা স্ত্রী যেই তালাক দিক না কেন দেনমোহর স্ত্রীর ন্যায্য পাওনা, তালাক রেজিষ্ট্রেশন, তালাকের পর সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা লাভ করে। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যৌতুকের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বেড়ে যায়, পরিবার গুলি অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নারীর উত্তরাধিকার ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় আইন আছে, এ সম্পর্কে দরিদ্র জনগন সচেতন হলেও পরিবারের অসহযোগিতা ও সুশাসনের অভাবে তারা বৈষম্যের শিকার। ভালবাসা পূর্ণ সংসার- স্বামী-স্ত্রী ও অন্যদের যথাযথ ভূমিকার মাধ্যমে ভালবাসা পূর্ণ সংসার গড়া সম্ভব। নারীর চলাচলে বাধা- এ অপরাধের শাস্তি থাকলেও, কোনো প্রতিকার নেই। নারীর স্বাধীন ভাবে চলাচলের জন্য সমাজের সকলের সহযোগিতা দরকার। আবার কন্যা ও পুত্র সন্তানের জন্ম নিয়েও সমাজে, পরিবারের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ আছে, সন্তান কন্যা কি পুত্র হবে তা পুরুষের বীজ দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়, অথচ এর জন্য যাবতীয় দায়ভার আসে নারীর উপর, যা মোটেই কাম্য নয়। কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনার পর তৃনমূল মানুষ অনেকটাই আশ্বস্থ ও সচেতন হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ গ্রামের মানুষ এই আইনের কথা শুনেছে, প্রতিকারের উপায়ও জেনেছে, কিন্তু তারা মনে করে এর যথার্থ প্রয়োগ নেই। আইনী সহায়তার ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য আধুনিক সালিশ বিষয়ে কমিটিকে প্রশিক্ষন দিয়ে সমাজের সৌহার্দ্যময়, আন্তরিকপূর্ণ পরিবেশকে অক্ষুন্ন রাখতে পারিবারিক বিরোধ গুলির সালিশ করা হয়। প্রকল্পের এই সালিশ প্রক্রিয়ায় মানুষ সন্তুষ্ট, নিরপেক্ষ ও আইনসম্মত বিচার, সালিশ যোগ্য ও সালিশ অযোগ্য বিরোধ সমূহ যেমন- খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, পাচার, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদির সালিশ করা যাবে না তা সালিশকারকরা জেনেছে। ফতোয়া, হিল্লা বিয়ে কিংবা পর্দা প্রথা থেকে কর্মএলাকার নারীরা অনেকাংশে মুক্ত। এডভোকেসীর টুলস গুলির ভিন্নতার কারনে ইস্যু সমুহ শিক্ষিত, নিরক্ষর, তৃণমূল জনগণের হৃদয় ছুয়েছে। কমিউনিটির নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করার মাধ্যমে মানবাধিকার পরিস্থিতির ইতিবাচক উন্নয়ন ও বিরোধ মিমাংশার যে ভূমিকা ঘাসফুল এর স্বেচ্ছাসেবী কমিটি সমূহ পালন করেছে তা সত্যিকার অর্থেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের সালিশ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট ১৩৮টি বিরোধ মিমাংশা করা হয়েছে। এর মধ্যে স্ত্রী নির্যাতনের সালিশ মিমাংশা হয়েছে ৩৭টি, যৌতুকের ২৫টি, তালাকের ৪টি, দ্বিতীয় বিয়ের ৫টি, ভরণপোষনের ২৭টি, দাম্পত্য কলহের ২৫টি, ভূমি সংক্রান্ত ৪টি ও অন্যান্য বিষয়ে ১৩টি সালিশ মীমাংশা করা হয়। ৬৪টি পারিবারিক বিরোধ যেগুলো সালিশে মিমাংসা করা সম্ভব হয়নি সেগুলি প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তার জন্য ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিটে রেফার করা হয়েছে। তবে কিছু বিরোধ ব্লাস্ট ইউনিটের সহায়তায় চট্টগ্রাম ও পটিয়া আদালতের মাধ্যমে মিমাংশার ফলে কর্মএলাকায় ন্যায় বিচারের খবরে বিরোধ অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। ছবির মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এসব গ্রামে নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারের কারনে প্রকল্প কার্যক্রম প্রভাব ফেলেছে অনেক। এ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়নকালীন উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্লাস্ট ও ঘাসফুল সহ সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রকল্প কার্যক্রমের উপর ছিল। উন্নয়ন সংস্থা, আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, আইনজীবি, মানবাধিকার কর্মী, গ্রামের প্রভাবশালী ছাড়াও নাগরিক অধিকার কমিটি, নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্য ও বাড়ি ভিত্তিক নেতাদের কর্মতৎপরতার ফলে কর্মএলাকার মানবাধিকার পরিস্থিতি এখন অনেক উন্নত, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম আরো গতিশীল হয়। এই জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প বাংলাদেশ লিগাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)এর সহযোগিতায় ঘাসফুল গত ২০০৩ হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নকালীন ন্যায় বিচার বঞ্চিত অসহায় নারীদের আইনি সহায়তা প্রদান এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে গ্রামের জনৈক দরিদ্র নারী তফিয়া খাতুনের সহজ-সরল উক্তি- আবার হাচে ঘাসফুল ভালা, এত্তে মাইয়েপুয়ালেও বিচার হরে, সালিশোত গরিব মাইয়েপুয়ালে হথা হইত পারে, তারা টিয়া ছাড়া ন্যায় বিচার পায়।

কৃষাণী সীতা সেন – সুজন শীল

নিজের জমি তেমন না থাকলেও অন্যের জমিতে চাষ করে বার মাস কৃষাণী সীতা সেন। আলু, বেগুন, মরিচ, শশা, ঝিঙ্গা, তিত করলা, বরবটি, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গা, সিম, লাউ, লালশাক, পালং শাক, মূলা শাক বলতে গেলে সীতা সেন স্বামীর সহযোগীতায় সব ধরণের সবজি চাষই করে। একজন সংগ্রামী মহিলার নাম সীতা সেন, জন্ম খোলনা হলেও কর্মসূত্রে পটিয়ার কেলিশহরে সেন পাড়ায় চলে জীবনের বিরতিহীন সংগ্রাম। আজ থেকে ১৭ বছর পূর্বে কেলিশহরের বাবুল সেনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ৭ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় হারিয়ে ফেলেন জন্মদাতা পিতাকে। ভাইদের অনাগ্রহে বেশি দুর এগোয়নি সীতা সেনের শিক্ষা জীবন। পিতৃহীনা সংসারে ভাইদের ইচ্ছাতে বসতে হয় বিয়ের পিড়িতে। স্বামী বাবুল সেন শহরের নাম করা এক কোম্পানীতে চাকরি করার সুবাধে বেশ ভালোই চলছিল সংসার জীবন। বাবুল যেই কাজ করে সেই কাজে অত্যাধুনিক মেশিন সংযুক্ত করায় চাকুরির ক্ষেত্রে সুবিধা কমে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে চাকরি ছেড়ে বাড়ীতে চলে আসে। এক সময় সীতা সেনের শ্বশুরের অনেক জায়গা জমিসহ আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। সেই সময়ের পারিবারিক জৌলুস এখন নেই, এখন পুরোটাই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। এরই মধ্যে সীতা সেনের কোল জুড়ে এলো একে একে ৩টি মেয়ে, প্রত্যাশা ছিল ছেলে সন্তান। তবুও তার কোন আক্ষেপ নেই। মেয়েরা সবাই পড়ালেখায় আছে। সেই কাক ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে চলে যায় ফসলের ক্ষেতে। স্বামীর সাথে সীতা সেন প্রতিদিনই শ্রম দিয়ে যায় । বছরের বার মাসেই কোন না কোন চাষ চলে, ধান থেকে শুরু সব রকমের শাক-সবজির চাষ করে । সে চাষ করলেও ভালো বীজ, চাষাবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক কষ্ট করলেও ভালো ফসল ঘরে তুলতে পারে না। এ অবস্থায় গত ২০০৬ সালের মার্চ মাসে জাইকা বাংলাদেশ ও ঘাসফুল এর সবুজ প্রকল্পের সদস্য হয় সীতা সেন। সবুজ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের বাড়ির আশেপাশে পতিত জমিতে সবজি চাষ করে নিজে আর্থিক লাভবান হবে ও পরিবারের পুষ্টি

সবুজ প্রকৃতির মাঝে সীতা

চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। সীতা সেন সবুজ প্রকল্পের একজন সক্রিয় সদস্য। গত আগষ্টে ২০০৬ এর প্রথম দিকে সবুজ প্রকল্পের অন্য সবার মত সীতা সেনও বীজ নেয় লাউ, তিত করলা, ডাঁটা শাক, মরিচের। বর্ষা মৌসুমে সীতা সেন মন স্থির করে লাউটা আলাদাভাবে করবে। পাশাপাশি তিত করলা, ডাঁটা শাক, মূলাও করবে। সীতা সেন বাড়ির পাশে পুকুর পাড়ের উচু জমিতে লাউয়ের বীজ বপন করে। দুই মাসের ব্যবধানে সীতা সেনের রোপনকৃত লাউ গাছ গুলোতে ধরতে থাকে লাউ, পাশাপাশি তিত করলাও। নীচে বপন করলো ডাটা শাকের বীজ। ২০/২৫ কেজি মত ডাটা শাকও হলো। প্রতি কেজি ১০/১২ টাকা দরে বিক্রি করল। তিত করলা বিক্রি করল তাও ২০ থেকে ২৫ কেজির মত। বাজারের তিত করলার চেয়ে সবুজ প্রকল্পের দেয়া তিত করলার চাহিদা আলাদা। বাজারের গুলো ১৫-২০ টাকা বিক্রি হলেও সবুজ প্রকল্পের বীজের তিত করলার কেজি মূল্য ৩০-৩৫ টাকা। প্রায় ৭০০ টাকা মত বিক্রি করল তিত করলা। যদিও তিত করলার প্রতি যথাযথ সময় ব্যয় করেনি। সীতা সেনের মূল উদ্দেশ্য ছিল লাউটা করবে ভালোভাবে। যেই ভাবা সেই কাজ, ফলনও চাহিদার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। ইতিমধ্যে এই মৌসুমে মোট ১৫০ কেজি লাউ বিক্রি করে। প্রতি কেজি ১০ টাকা পাইকারী দরে ১৫০০ টাকা বিক্রি করেছে এবং আরো হাজার-বারশ টাকার মত বিক্রি করতে পারবে বলে বিশ্বাস। লাউ গাছগুলোতে প্রচুর পরিমাণ লাউয়ের কলিফুল আসছে। এগুলো যদি সব ফল হয় তাহলে প্রত্যাশার চেয়ে আরো বেশি বিক্রি করতে পারবে। শুধু লাউ বিক্রি করছে তা নয় ৮-৯ শত টাকা মত লাউ গাছের ডগাও বিক্রি করেছে এবং যে লাউটি ক্ষেতের সব চেয়ে বড় সেইটি বীজের জন্য রেখে দিয়েছে। সীতা সেন বলেন যদি সবুজ প্রকল্পের আরো সুযোগ সুবিধা পায় তবে আগামী মৌসুমে আরো বেশি করে লাউয়ের চাষ করবো। কারণ সবুজ প্রকল্প আমাদের কৃষি চাষের জন্য শাকসবজি চাষাবাদের মৌলিক প্রশিক্ষন, উন্নত বীজ ও সার, সর্বোপরি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। আমরা আগের চেয়ে বেশি উৎসাহ বোধ করছি। আরো বেশি লাভবান হতে পারব, আমার লক্ষ্য সবুজ জনপদ, সুন্দর আগামী।

বেবী সুনিপুণ এক কারিগর – জহিরুল আহসান সুমন

দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জননী বেবী। বেবী ঘরে বসে নিজ হাতে বাঁশ, বেত ও প্লাস্টিকের মোড়া তৈরী করে, অর্ডার অনুসারে সাপ্লাই করে। সব মিলিয়ে বর্তমানে বেবীর সংসারের মাসিক আয় ১২,০০০ (বারো হাজার) থেকে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকার মতো। কিন্তু, আজ থেকে ৬ বৎসর আগেও এই পরিবারটির কপালে দুই বেলা খাওয়ার জুটতোনা। এক বেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করত এই পরিবারের সদস্যরা। টানাটানির সংসারে পাতিলের সামান্যটুকু ভাত সন্তানদের পাতে তুলে দিয়ে বেবী ও তার স্বামী অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাত। এই ধরণের একটি অবস্থা থেকে বেবী কিভাবে এই সংসারটিকে নিপুণ কারিগরের মত গড়ে তুললেন? সে বিষয়ে জানতে চাইলে ফিরে যেতে হয় বেবীর দুঃখ- কষ্টের জীবনে। রাজমিস্ত্রী বাবা মোহম্মদ হোসেনের ১১ সন্তানের মধ্যে বেবী ছিল সবার বড়। পৈত্রিক নিবাস কুমিল্লায় হলেও চট্টগ্রাম শহরের বাকলিয়ার এক বস্তিতে বেবীর জন্ম। বস্তির সেই ঘরেই বেবীরা ১১ ভাই-বোন গাদাগাদি করে বাস করত। বেবীর রাজমিস্ত্রী বাবা দৈনিক যা আয় করত, তা দিয়ে পরিবারের সদস্যদের জন্য দুই বেলা আহারের ব্যবস্থাও হত না। অশিক্ষা, অনাদর, অবহেলার মাঝেই বেবী বড় হতে থাকল। অচাবী পিতা মাত্র ১৫ বৎসর বয়সেই কুমিল্লা নিবাসী আবুল কাসেম নামে এক ব্যক্তির সাথে বেবীর বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের পর বেবী তার স্বামীর সাথে চট্টগ্রাম শহরের হাজী পাড়ার এক ভাড়া বাসায় বসবাস করত। বেবীর স্বামী হাজীপাড়ায় একটি মিলে চুক্তি ভিত্তিতে চাউল, গম, হলুদ, মরিচ ভাংগার কাজ করত। বেবীর স্বামী সারা মাসে যা আয় করত, তা দিয়ে তাদের সংসার চলার পরও আরো কিছু জমা থাকত। তারপরেও বেবী নিজে কিছু আয় করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় এক মহিলার কাছ থেকে বাঁশ ও বেতের তৈরী মোড়া বানানোর কাজ শিখত। সময়ের আবর্তনে বেবীর কোল জুড়ে ৩ জন সন্তান আসল। এরই মধ্যে বেবীর জীবনে আবার দেখা দেল মেঘের ঘনঘটা। মিলের এক দূর্ঘটনায় পরে বেবীর স্বামী তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মরার উপর খাড়ার ঘাঁয়ের মত এরই মধ্যে বেবীর বাবা তার ছোট ছোট সন্তানদের অকূলে ভাসিয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করে। বেবী যেন চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগল। একদিকে নিজের তিন সন্তান, অন্যদিকে ছোট ছোট ভাই-বোনদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বেবীর কাধে এসে পড়ল। এদিকে বেবীর স্বামীর যা জমানো টাকা ছিল তা আস্তে আস্তে শেষ হওয়ার পথে। এমন অবস্থায় সংসারের খরচ কিছুটা কমানোর জন্য বেবী তার ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোনদের নিয়ে সুপারীপাড়া এক বস্তিতে বসবাস করা শুরু করল। বেবী প্রথম প্রথম অন্যের বাসায় কাজ করে যা আয় করত তা দিয়ে এবং স্বামীর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকা দিয়ে সংসার চালাত। কিন্তু, এই স্বল্প আয়ে এত গুলো মানুষের দু'বেলা খাওয়া, বাসা ভাড়া সহ অন্যান্য খরচ যোগানো বেবীর জন্য একটি অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। বেবী সিদ্ধান্ত নিল সে এক বেলা অন্যের বাসায় কাজ করবে। এবং আরেক বেলা সে নিজ হাতে বাঁশ ও বেতের মোড়া তৈরী করবে।

মোড়া উৎপাদনরত বেবী ও তার কন্যা

স্বামীর সাথে হাজীপাড়া থাকা অবস্থায় সে এই কাজটি শিখেছিল। কিন্তু এই ধরণের মোড়া তৈরী করে বাজারজাত করার জন্য যে ধরণের পুজি ও সুযোগ সুবিধা দরকার তার কোন কিছুই বেবীর ছিলনা। তাই, বেবী কোন ভাবেই বুঝে উঠতে পারছিল না কিভাবে সে এই কাজটি শুরু করবে। প্রাথমিক অবস্থায় বেবী যেই সব বাড়ীতে কাজ করত। সেই সব বাড়ীর গৃহকর্ত্রীদের কাছ থেকে কিছু টাকা অগ্রিম নিয়ে তাদের পছন্দমত মোড়া বানিয়ে দিত। এই ভাবে সুপারীপাড়ার অনেক গৃহকর্ত্রীই বেবীকে অগ্রিম টাকা দিয়ে মোড়া বানিয়ে নিত। বেবী আস্তে আস্তে তার ছেলে-মেয়েদের ও ভাই-বোনদের মোড়া বানানো শিখাতে লাগল। বেবীর হাতে বানানো মোড়ার চাহিদা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। বেবীর আয়ও বাড়তে লাগল। এই স্বল্প পরিমাণ আয় দিয়ে বেবী কেন রকম তার পরিবারের সদস্যদের জন্য দুবেলা অন্নের সংস্থান করতে লাগল। কিন্তু বেবী চিন্তা করতে লাগল কিভাবে পরিবারের আয় আরো বাড়ানো যায়। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল যে ভবেই হোক বেশী করে পুজি বিনিয়োগ করে সে তার ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করবে। সে তাদের এলাকার অনেকের কাছেই পুজির জন্য ধর্ণা দিল। কিন্তু, কেউই তাকে সেভাবে সাহায্য করতে রাজী হল না। এমতাবস্থায় সে জানতে পারল ঘাসফুল সমিতির কথা। সে দেখতে পেল তাদের সুপারীপাড়া এলাকার অনেক মহিলাই ঘাসফুল সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করছে। বেবী ২০০০ সালে ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়ে প্রথম দফা ঋণ নিয়েই সে তার ব্যবসাকে আশাতীতভাবে সম্প্রসারণ করেছে। ৭০০০/-(সাত হাজার) টাকা পুজি দিয়ে কাচামাল কিনে ১ (এক) বৎসরে সে প্রায় ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকার মোড়া বিক্রি করেছে। নিরক্ষর বেবী এইসব হিসাব নিকাশের প্রশিক্ষন নিয়েছে ঘাসফুল সমিতি থেকে। ক্রমান্বয়ে ২০০০-২০০৪ইং সাল পর্যন্ত বেবী চার দফায় ৬৭,০০০/- টাকা ঋণ নেয়। এই ঋণের টাকা দিয়ে বেবী তার ব্যবসাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়েছে। বেবীর ছোট দুই মেয়ে বর্তমানে যথাক্রমে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ালেখা করে। স্কুল থেকে এসে তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের মাকে মোড়া বানানোর কাজে সাহায্য করে। বেবীর স্বামীও বেবীর কাছ থেকে মোড়া বানানো শিখে নেয়। দুই মেয়ে ও স্বামীর সহযোগিতায় বেবী বর্তমানে দৈনিক অন্তত ৫ জোড়া মোড়া তৈরী করতে পারে। প্রতি জোড়া মোড়ায় তার লাভ হয় ৭০ টাকা করে। দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে বেবী পড়ালেখা করাতে পারেনি। তাই সে এখন স্বপ্ন দেখে তার ছোট দুই মেয়েকে সে পড়ালেখা করিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যাতে তারা ভবিষ্যতে মানুষের মত মানুষ হতে পারে। বেবী নিপুন হাতে যেমন মোড়া বুনেন, তেমনি নিপুন হাতে তিনি তার সংসার গড়েছেন। বেবীর সংসারে এখন সব কিছুতেই নিপুনতার ছোঁয়া। সময়ের আবর্তে, ধৈর্য্য ও শ্রমের বিনিময়ে, বেবীর জীবন আকাশে আজ সুর্যোদয় ঘটছে। আমাদের সমাজে এমন অনেক বেবী লুকিয়ে আছে, যারা স্বপ্নে স্বনির্ভর ভাবে আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়।

নোবেল শান্তি পুরস্কার ১ম পৃষ্ঠার পর

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অগ্রগতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ অবশ্যই একটি প্রধান সহায়ক। বৃহৎ জনগোষ্টির দারিদ্র বিমোচনের পন্থা খুঁজে না পেলে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হতে পারে না, ক্ষুদ্র ঋণ তেমনি একটি পন্থা। যেখানে তৃণমূল নারীদের বিশেষ ভাবে সংগ্রাম করতে হয় নির্যাতনমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে, সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিদায়ী শক্তি হিসেবে প্রমানিত। জাতি সংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ-২০০৫ সাল, এ বছরই বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণের অগ্রদূত হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। আর ২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীন ব্যাংক এর নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হলো তার এক কৃতি সন্তান ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম

চিকিৎসাসেবা ঃ প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ গত তিন মাসে ২১টি স্থায়ী ক্লিনিক এবং ৪২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে মোট ২০৯৬ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। তার মধ্যে ৩৩১ জন শিশু।

টিকাদান কর্মসূচী (ই.পি.আই) ঃ মহিলা টিটি টিকা গ্রহণ করে ৩৭৫ জন এবং ডিপিটি, হেপাটাইটিজ বি, পোলিও, বিসিজি ও হাম এসব শিশু টিকা গ্রহীতার সংখ্যা ৫৮৩ জন।

পরিবার পরিকল্পনা ঃ মোট পরিবার পরিকল্পনা গ্রহিতার সংখ্যা ২১৭৬ জন। তম্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৬৫৬জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৫২০ জন ও ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি গ্রহীতার সংখ্যা আই,ইউডি ১২জন, ইনজেকশন ১৬০ জন, লাইগেশন ৫জন।

নিরাপদ প্রসব ঃ প্রশিক্ষিত ধাত্রীর (TBA) মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ৩০১ জন, তম্মধ্যে ছেলে ১৫৮ জন এবং মেয়ে ১৪৩জন।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা ঃ মোট ৩৩টি গার্মেন্টসের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং মোট রোগীর সংখ্যা ৫৯২২ জন। তম্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০৫০ জন এবং মহিলা রোগীর সংখ্যা ৪৮৭২ জন।

ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা

গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিগত তিন মাসের (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর-২০০৬) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করণ, গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্ন, প্রসবকালীন জটিলতা ও করণীয় সম্পর্কে এবং আগামী ২০০৭ সালের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এতে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার, সকল কর্মকর্তা ও ৩০ জন ধাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

ব্লাস্ট প্রতিনিধি দলের GKNHRIB প্রকল্পের কর্ম এলাকা পরিদর্শন

২৭ নভেম্বর ২০০৬ ব্লাস্ট GKNHRIB প্রকল্পের সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী, রিসার্চ অফিসার রওশন আরা, কাজী শফিকুর রহমান কর্ম এলাকা কোলাগাঁও গ্রামের বাড়ি ভিত্তিক নেতা, নারী সহায়তা গ্রুপ, নাগরিক অধিকার কমিটি সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন, এ সভায় সালিশ, সালিশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাদী ও বিবাদীর ভূমিকা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সালিশকারীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ধর্ষনের সালিশ করে না কেন, এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি, ইউনিয়ন পরিষদের সালিশের সাথে এ প্রকল্পের সালিশের পার্থক্য কি, গ্রামে কোন ধরণের বিরোধ হলে বিচার চাইতে মানুষ তাদের কাছে কেন আসে ইত্যাদি। অংশগ্রহণমূলক এই আলোচনায় বিচার চাওয়ার প্রবনতা বৃদ্ধি ও সালিশের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে বলে কমিটির সদস্যরা জানান।

উঠান বৈঠকে আলোচনারত উমা চৌধুরী ও তৃণমূল নারীরা

২৮ নভেম্বর ভিজিটিং টিমের সদস্যরা বানীগ্রামে বেইস লাইন সার্ভের নির্দিষ্ট House hold দের সাথে কথা বলেন, কার্যক্রম সমাপ্তির পর তাদের মধ্যে প্রকল্পের কি প্রভাব পড়েছে তা পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তাঁরা সাধারণ নারীদের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। কর্মএলাকা পরিদর্শনকালীন সময় ঘাসফুল প্রকল্প কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল পরিচালিত পোষ্ট সার্কেলের ক্রস ভিজিট ও রিফ্লেক্ট কার্যক্রমের মেয়াদ সম্পন্ন

গত ১৪ নভেম্বর ২০০৬ তারিখে একতা রিফ্লেক্ট সার্কেলের ক্রস ভিজিট সম্পন্ন হয়। শোভা, ফুল, জয়, প্রভা, বাঁধন সার্কেল থেকে ৫জন অংশগ্রহণকারী একতা সার্কেলে ক্রস ভিজিট করেন। এই ভিজিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কেল এর মেয়াদ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক সার্কেল অংশগ্রহণকারীরা কি করবে, অব্যাহত শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাবে। এছাড়া সার্কেলের ২৪টি কার্যক্রমের মধ্যে সবগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তা দেখা, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এ্যাকশন পয়েন্ট বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন, ছেলেমেয়েদের সঠিক বয়সে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষন করা এবং সার্কেলের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী ঘটনাবলী নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। ঘাসফুল বাস্তবায়নকৃত ছয়টি পোষ্ট সার্কেলের সমাপনী সভা গত ২০-২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুষ্ঠানিক ভাবে সার্কেল সমূহ মেয়াদ সম্পন্ন করার ঘোষণা এবং সার্কেল এর মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার পরও যাতে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে ধারণা দেয়া, সার্কেল থেকে শিক্ষনীয় বিষয় গুলি তাদের প্রত্যাহিক জীবনে কাজে লাগানো প্রভৃতি। সভায় সার্কেল অংশগ্রহণকারী ছাড়াও তাদের স্বামী, অভিভাবক এবং স্পাউস কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে পোষ্ট সার্কেল সমূহের কার্যক্রম শেষ হয়।

কিশোর কিশোরীদের জন্য ইস্যু ভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন ও ঘাসফুল এডোলোসেন্ট ফোরামের সভা

গত ৪ -১৪ নভেম্বর ২০০৬ ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টার সমূহের কিশোর কিশোরীদের ইস্যুভিত্তিক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। এ ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ছিল- বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করা, বয়ঃসন্ধিকালে তাদের করনীয়, অযত্ন ও অবহেলার কারনে যে সমস্ত রোগের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা, তাদের শারীরিক পরিবর্তন গুলোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যে সমস্যা হয় তা চিহ্নিত করা ইত্যাদি। কিশোর কিশোরীদের এই সমস্যাগুলো আলোচনা করার পর বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন সমস্যাগুলো সম্পর্কে তারা অবহিত হয়। এই বয়সে সমস্যাগুলো হলে তারা কোথায় যাবে ও সঠিক চিকিৎসা কোথায় পাবে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। তারা প্রতিক্রিয়ায় বলে তাদের অভিভাবকরাও যেন এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করে এবং অভিভাবকদেরও এ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোর- কিশোরীদের নিয়ে গঠিত এডোলোসেন্ট ফোরামের সভা গত ১৬ ও ১৯ নভেম্বর সম্পন্ন করা হয়। এ সভায় প্রত্যেক সেন্টারের ৫টি গ্রুপের ৫ জন লীডার সহ মোট ২৫ জন কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করে। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল কিশোর কিশোরীদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু সমূহ নিয়ে মতবিনিময়, সামাজিক ম্যাপ অঙ্কনের মাধ্যমে কিভাবে তারা নিজেদের, পরিবারের ও এলাকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানে নিজেরা উদ্যোগী হওয়া। উক্ত এডোলোসেন্ট ফোরামের সভা পরিচালনা করেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তী, তাসলিমা আক্তার এবং সামছুন নাহার সুমি।

ইস্যুভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনে গ্রুপ ওয়ার্ক এ অংশগ্রহণকারী

মহান বিজয় দিবস এর ডিসপ্লেতে ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা

১৬ ডিসেম্বর ২০০৬ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম এম,এ,আজিজ ষ্টেডিয়ামে যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবসের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আল-নূরী কয়সুর রেজা, জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি, শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে। এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও দিবসের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের রহমান, বিভাগীয় কমিশনার। কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এনএফপিই শিক্ষার্থী সোনিয়া আক্তার ঘাসফুলকে প্রদত্ত শুভেচ্ছা পুরস্কার গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকা ও ঘাসফুল এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই দিনে, পটিয়া উপজেলা প্রশাসন মহান বিজয় দিবস'০৬ উদ্‌যাপন করে পটিয়া কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে। দিবসের সূচনায় কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পটিয়া চট্টগ্রাম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের তৃণমূল পর্যায়ের ৫০ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকাগণ এই কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে-তে অংশগ্রহণ করে।

বিজয় দিবস ডিসপ্লেতে ঘাসফুল অংশগ্রহণকারীরা

শিক্ষা কার্যক্রম -NFPE ও ESP স্কুল

ঘাসফুল পরিচালিত NFPE স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে স্কুল শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গত ১৯-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি সেন্টারে ২২টি স্কুলের অভিভাবক সভা সম্পন্ন করা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য হলো স্কুল ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করা। এই সভায় শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, পাঠ-পরিকল্পনা ও সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া পরবর্তী বছরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা হয়। স্কুল সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য অভিভাবকদের নিয়ে স্কুল কমিটি গঠন করা হয় এবং এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়।

NFPE স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন

ঘাসফুল পরিচালিত NFPE (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) স্কুল সমূহে ২০০৬ সালের ১ম, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা গত ৩-১০ ডিসেম্বর'০৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। এবছর ১ম, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীতে মোট ৬৬০ জন অর্থাৎ ১ম শ্রেণীতে ৩০জন, ৩য় শ্রেণীতে ৩৬০জন ও ৪র্থ শ্রেণীতে ২৭০ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ৩০ ডিসেম্বর স্কুল সমূহের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার্থীরা সন্তোষজনক ফলাফলের মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। এছাড়া ব্রাকের সহায়তায় ঘাসফুল পরিচালিত এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ESP) এর ১৫টি স্কুলের ৪৫০ জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৫০ জন শিক্ষার্থী ৩য় শ্রেণীর কোর্স সম্পন্ন করে, যাদেরকে ঘাসফুল স্ব উদ্যোগে সরকারী ও অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তির জন্য সহায়তা প্রদান করবে।

এক নজরে NFPE শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়

NFPE (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) স্কুল এর ৬৯১ জন ছাত্র/ছাত্রী স্কুলে এসে প্রতিদিন এক টাকা করে সঞ্চয় করে। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়ানো,সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা , এসব ছাত্র/ছাত্রী ঘাসফুল এ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করে বিভিন্ন স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি ও পড়ালেখা চালিয়ে যেতে এ সঞ্চয় যাতে তাদের সাহায্য করে সেটাই এ সঞ্চয় কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। এ পর্যন্ত ৬৯১ জন ছাত্র-ছাত্রীর জমাকৃত অর্থের পরিমান মোট ৩,৮০,৮৬৯ টাকা।

১৪ তম জাতীয় টিকা দিবসের-১ম রাউন্ড ও ২য় রাউন্ড সম্পন্ন

বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করার লক্ষে প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ঘাসফুল এর উদ্যোগে গত ২৫ নভেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ ১৪ তম জাতীয় টিকা দিবসের-১ম রাউন্ড পালন করা হয়। সংস্থার কর্মএলাকা ১৪ নং লালখান বাজার, ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ, ২৯ নং পশ্চিম মাদারবাড়ী, ৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এই চারটি ওয়ার্ডের ৬টি কেন্দ্রে মোট ৩১০৫ জন শিশুকে পোলিও টিকা, ২৫৮৬ জন শিশুকে ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল এবং ২২৯৫ জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। উক্ত কার্যক্রমে সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কমকর্তা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীগণ (TBA) এবং ঘাসফুল পরিচালিত এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকা ও অভিভাবকবৃন্দ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তারা ছয়টি গ্রুপে ভাগ হয়ে ছয়টি কেন্দ্রে এই ১৪ তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ড সম্পন্ন করে। আবার গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে উক্ত কর্মএলাকার উক্ত কেন্দ্র গুলিতে ১৪ তম জাতীয় টিকা দিবসের দ্বিতীয় রাউন্ড শেষ করা হয়। এতে মোট ৩০৪০ জন শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আবার বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে গত ১৪ অক্টোবর ২০০৬ইং তারিখে মপ-আপ ক্যাম্পেইন'০৬ (পোলিও দিবসের বিশেষ রাউন্ড) পালিত হয়। এতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এর ৪টি ওয়ার্ডের ৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৩৫০৮ জন শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয়।

পদক লাভ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রদান অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে ইসলামাবাদী গবেষণা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোহাম্মদ রেজাউল করিম তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষা ও ইতিহাসবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল করিম বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য যারা ইসলামাবাদী স্বর্ণপদক ২০০৬ লাভ করেছেন তাদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর পক্ষে ইসলামাবাদী স্বর্ণপদক ২০০৬ গ্রহণ করেন তাঁরই ছোট বোন মিসেস মিনারা হোসেন। এ উপলক্ষে জীবন্ত ইতিহাস নামের একটি স্মরণিকায় মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করা হয়।

বিশ্ব এইডস দিবস শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাইরাসটি মানবদেহের প্রতিরোধ প্রণালীর টি-হেলপার কোষে প্রবেশ করে এবং তার ভেতরেও জেনেটিক পদার্থকে স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে। ফলে মানুষ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া যে ৫ টি বিষয়ের কারণে এইডস ছড়ায় এবং কি কারণে এইডস ছড়ায় না, কিভাবে এইডস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় এই বিষয়গুলি তাঁরা স্থানীয় জনগণের সামনে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, পৃথিবীতে এইডসের কোন প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি, সচেতনতাই হচ্ছে এইডসের একমাত্র প্রতিষেধক। সেই কারণেই ঘাসফুল এই সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে, যাতে স্থানীয় এই জনগন AIDS ও HIV বিষয়ে সচেতন হয় এবং কার্যকর পথ অবলম্বন করতে পারে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কমিশনার ইকবার হাফিজ যুবরাজ তাঁর বক্তব্যে এই আয়োজনের জন্য ঘাসফুল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ এবং তৃণমূল মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের ভূমিকা পালনের আহবান জানান। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি জগদীস দাস তাঁর নিজস্ব ভাষায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরেন। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঘাসফুলের শিক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান আনজুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠানে সেবক কলোনী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নারী, পুরুষ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ঘাসফুল এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আবার জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর ২০০৬ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন করা হয়। এতে ঘাসফুল এর স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও ধাত্রীসহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন।

ট্রেনিং ও ওর্য়াকসপ

গত ৭ - ১২ অক্টোবর ২০০৬ ইং তারিখ PKSF আয়োজনে **Training on Business plan** এ অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার ও এরিয়া ম্যানেজার মোঃ মারুফুল করিম।

CRC Training শিরোনামে গত ১২- ১৪ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অন্তর এর আয়োজনে কর্ণফুলি **হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার**, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন শিক্ষা বিভাগের জুনিয়ার অফিসার তাসলিমা আক্তার।

এক নজরে ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিচালিত ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের ২৫টি ব্রাঞ্চ ও ৯১৮টি সমিতির মাধ্যমে গত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) পর্যন্ত কার্যক্রম প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিসেম্বর মাস শেষে মোট সদস্য সংখ্যা হলো ২৩,৮৯২ জন। যাদের সঞ্চয়ের জের হচ্ছে ১০,৩৩,৩৪,৫২৬ টাকা। এই সদস্যদের মধ্যে গত তিন মাসে ঋণ বিতরণ করা হয় ৬,৪৮,৩৭,০০০ টাকা এবং মাঠে স্থিতি আছে মোট ১৭,১০৮ জন সদস্যের কাছে ১৩,৪৮,৯৬,৮০৮ টাকা।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের একটি চলমান কার্যক্রম হচ্ছে বীমা দাবী পরিশোধ। ঘাসফুল সমিতির কোন সদস্য যখনই ঋণের আওতাভুক্ত হবেন ঠিক তখন থেকেই উক্ত সদস্য বীমা পলিসির আওতাভুক্ত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত অক্টোবর ২০০৬ ইং তারিখ লাইভলীহুড বিভাগের শাখা-৪, সমিতি নং- ১০৮, সদস্য নং- ৪০ নামঃ নূরনাহার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে সদস্যের বয়স ছিল ৩২। নূরনাহার আগষ্ট ২০০৩ ইং ঘাসফুল সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন এবং আস্তে আস্তে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর (সঞ্চয় প্রদান) ১ম দফায় লোহার ব্যবসার জন্য ৭০০০/- টাকা এবং ২য় দফায় একই ব্যবসার জন্য ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ৩য় দফা নেয়া ৩০,০০০/- টাকা ঋণ চলমান অবস্থায় সদস্য নূরনাহার মৃত্যুবরণ করে। এসময় তাহার ঋণের স্থিতি ছিল ১৫০০/- টাকা এবং সঞ্চয়ের স্থিতি ছিল ৯৩৪৯/- টাকা। যেহেতু সদস্যের ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি করা আছে সেহেতু নিয়মানুযায়ী সদস্যের ঋণের স্থিতি মওকুফ করা হয়। গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ বুধবার সিনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবেদা বেগম, জুনিয়র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ এবং ক্রেডিট অফিসার দিলরুবা সুলতানা এর উপস্থিতিতে সদস্যের স্বামী নমিনি জনাব মোঃ নাছির এর হাতে সদস্যের জমাকৃত সঞ্চয় ৯৩৪৯/- টাকা তুলে দেওয়া হয় এবং সেই সাথে মাঠে স্থিতি ১৫০০ টাকা ও মওকুফ করা হয়।

বীমা দাবী পরিশোধ করছেন ঘাসফুল কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম ও ১২টি নতুন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম শুরু

পিকেএসএফ এর পরামর্শ অনুযায়ী এ পর্যন্ত চলমান ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রাম পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে নতুন ভাবে ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা অনুযায়ী এর আওতায় লাইভলীহুড বিভাগের নিয়মিত দলের সদস্য থেকে বাছাই করে ব্যবসা পরিচালনায় যারা দক্ষতা অর্জন করেছে ও ভবিষ্যতে ব্যবসা প্রসার ঘটানোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সে রূপ ২৭৯ জন সদস্যকে ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রামে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এ সকল বাছাই করা সদস্যের মধ্যে ২৭৫ জন সদস্যকে ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাদের অবস্থাকে সুসংহত করতে প্রায় ১,০৫,৭০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এদিকে সম্প্রসারিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লাইভলীহুড বিভাগ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে বসবাসরত অসহায়, দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষে হালিশহর, দেওয়ান বাজার, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, অক্সিজেন এলাকায় মোট ৫টি ব্রাঞ্চ এবং চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলায় হাটহাজারী সদর, চৌধুরীহাট, নজুমিয়ার হাটে ৩টি ও আনোয়ারা সদর উপজেলায় ১টি নতুন ব্রাঞ্চ স্থাপন করে। এ ছাড়া অন্যান্য তিনটি জেলার মধ্যে কুমিল্লা জেলার পদুয়ার বাজার, ফেনী সদর এবং নওগাঁ সদরে ১টি করে মোট ৩টি ব্রাঞ্চ স্থাপন করা হয়। এ সময়ে লাইভলীহুড বিভাগের সর্বমোট ১২টি নতুন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম শুরু হয় এবং এই ব্রাঞ্চ গুলোতে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত প্রায় ৬১ জন কর্মী কর্মরত আছে। গঠনকৃত সমিতি গুলিতে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।

নারী সালিশকারীদের সাথে মতবিনিময়

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে ৭ ডিসেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত **GKNHRIB** প্রকল্পের নারী সালিশকারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় ঘাসফুল এর নারী সহায়তা গ্রুপ সদস্য মোস্তফা বেগম তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন তৃণমূল পর্যায়ের অসহায় দরিদ্র নারীদের আইন সহায়তা প্রদানে গতিশীলতা বৃদ্ধি, নারী সালিশকারদের স্বক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষন সহায়তা প্রদান এবং আইনজীবি ও পেশাজীবিদের নিয়ে এডভোকেসী ক্যাম্পেইনের আয়োজন করতে হবে। দিনব্যাপী এই মতবিনিময় সভায় **GKNHRIB** প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১২টি সহযোগী সংস্থা দিনাজপুরে কাম টু ওয়ার্ক, টাঙ্গাইলে নাগরিক উদ্যোগ, রাজবাড়ীতে সংযোগ, ঝিনাইদহে এ্যাকশন ইন ডেভেলাপমেন্ট(**AID**), যশোরে দিশা, কুষ্টিয়ায় সবুজ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (**SPUS**), বরিশালে বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচী (**BUK**), পিরোজপুরে পিপলস ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন (**PDF**), কুমিল্লায় সেবা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, নোয়াখালিতে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সিলেটে সিলেট যুব একাডেমী এবং চট্টগ্রামে বাস্তবায়নকারী ঘাসফুল এর নারী সালিশকার, সহকারী সমন্বয়কারী ও নির্বাহী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিচারপতি ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার নঈমউদ্দিন আহমেদ, সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর নির্বাহী পরিচালক তসলিম উদ্দিন, **AED** এর চীফ অব পার্টি সুসান ওয়ার্ড, প্রকল্পের টিম লিডার- মির্জা হাসান, সমন্বয়কারী উমা চৌধুরী, এ ছাড়া বিভিন্ন দাতা সংস্থা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই মতবিনিময় সভায় প্রকল্পের অর্জন, প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমূহ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। মুক্ত আলোচনায় তিন জন নারী সালিশকার তাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সালিশ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা ও বাধা তা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন এবং প্রকল্পের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কাম টু ওয়ার্কের মাহফুজা খাতুন, এ্যাকশন ইন ডেভেলাপমেন্ট (**AID**)এর তন্ময় কুমার কুন্ড এবং ঘাসফুল এর সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ। অন্যান্য সহযোগী সংস্থা সমূহের নির্বাহী প্রধানগণ এবং ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এ সভায় প্রকল্প বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাঁরা আগামীতে নেটওয়ার্কিং এর ধারা অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে বলেন সমাজে এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ইতিমধ্যে প্রমানিত। উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভাপতি দিনব্যাপি এই মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতিথিবৃন্দের সাথে কথা বলছেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক

যৌতুক নেওয়া এবং যৌতুক দেওয়া রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ

বর্ষ ৫
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুলের উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ পালিত

সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও এবার পালিত হয় ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬, পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষের জন্য আজের এই AIDS ও HIV দ্বারা সংক্রমন রোগ, যা থেকে মুক্ত রাখতেই দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। **"এইডস প্রতিরোধ, আমাদের অঙ্গীকার"** এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় জনগনকে এইডস সর্ম্পকে সচেতন করার লক্ষে ৫ ডিসেম্বর পূর্ব মাদার বাড়ী সেবক কলোনীতে ঘাসফুল এর উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৩০ নং পূর্ব মাদারবাড়ী ওয়ার্ডের কমিশনার জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ। স্থানীয় উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি ও হরিজন প্রতিনিধি জনাব জগদীশ দাসের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন UPHCP এর মেডিকেল অফিসার চিরঞ্জীব চৌধুরী, ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ আরাফাত হোসেন, ডাঃ সাদিয়া ইসলাম এবং ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ আরাফাত হোসেন ও ডাঃ সাদিয়া ইসলাম তাঁদের বক্তব্যে বলেন, AIDS হচ্ছে HIV দ্বারা সংক্রমিত একটি রোগ। এটি কয়েকটি উপসর্গ ও লক্ষণের সমষ্টি। এ রোগের ফলে ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। আর HIV একটি Retrovirus (রেট্রোভাইরাস),

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্ব এইডস দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঘাসফুল এর র‍্যালী

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতার পদক লাভ

সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, অবহেলিত-নির্যাতিত মানুষের কল্যাণ তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের জন্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল এর প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরানকে ইসলামাবাদী স্বর্ণপদক -২০০৬ এর জন্য মনোনিত করা হয়। গত ১২ অক্টোবর ২০০৬ ইং তারিখ উপমহাদেশের অন্যতম সমাজ সংস্কারক, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার পথিকৃত মাওলানা মোঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ৫৬ তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইসলামাবাদী স্বর্ণপদক -২০০৬

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধান অতিথি প্রফেসর আব্দুল করিমের সাথে মিনারা হোসেন ও অন্যান্যরা

GLOBAL MICRO CREDIT SUMMIT-2006 এ নির্বাহী পরিচালক এর অংশগ্রহণ

Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) এবং CANIDIAN CIDA এর সহযোগিতায় গত ১২ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০০৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কানাডা'র Halifax, Nova Scotia- অনুষ্ঠিত GLOBAL MICRO CREDIT SUMMIT-2006 শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে বিশ্বকে দারিদ্র মুক্ত করার লক্ষে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভলাপমেন্ট গোল (MDG) এর আলোকে ভবিষ্যত MICRO FINANCE এর দিগনির্দেশনা মূলক উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উপদেষ্টামন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ আরিফ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন মজুমদার
আনজুমান বানু লিমা

মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউশন ওয়ার্কসপ

গত ৪ নভেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর ২০০৬ ঘাসফুল কাট্টলী শাখা অফিস এর ট্রেনিং সেন্টারে **মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউশন** বিষয়ক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। এ ওয়ার্কসপের প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন AYAD সদস্য ও সংস্থার মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউশন অফিসার Lucinda C. Garrido, ওয়ার্কসপের শুরুতে তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ওয়ার্কসপ চলবে, সকলের সক্রিয় মতামত ওয়ার্কসপকে কার্যকর করে তুলবে। সকলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষে একটি গেমের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্কসপ শুরু হয়। প্রথমে অংশগ্রহণকারীরা গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউশন এর সংজ্ঞাসহ পার্থক্য সমূহ তুলে ধরে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করে এবং সকল অংশগ্রহনকারী গ্রুপ ওয়ার্কের উপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রশিক্ষক মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউশনের সংজ্ঞা ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করেন। সকল অংশগ্রহনকারীকে ৪ টি গ্রুপে বিভক্ত করে ৮টি objective দেওয়া হয় এবং উক্ত objective এর ভিত্তিতে indicator, means of verification, critical assumption এর ভিত্তিতে গ্রুপ ওয়ার্ক করে তা উপস্থাপন করা হয়। এ Logframe এর অনুশীলন, উপস্থাপন ও মুক্ত আলোচনায় সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। এই সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা Logframe বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে। প্রশিক্ষক এ প্রসঙ্গে বলেন, যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নে Logframe এর অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৪ নভেম্বর এর ওয়ার্কসপে ঘাসফুলের ১৮জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন এবং ২০ ডিসেম্বর এর ওয়ার্কসপে ১০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ৪ নভেম্বর ও ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কসপ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বলেন সংস্থার বাস্তবায়নকৃত কার্যক্রম সমূহের সফলতা অর্জনের জন্য এ ওয়ার্কসপ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি এতে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

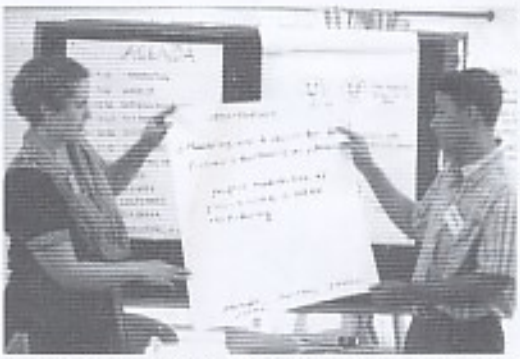
কর্মশালায় সক্রিয় প্রশিক্ষক Lucinda C. Garrido ও অংশগ্রহণকারী

প্রকাশনায় : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ২৫১০৩২৯,
ওয়েবসাইট : www.ghashful.org, ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com, ghashful@bdonline-ctg.com